কৃষি সুপারিশ

২৩-২৬ শে ফেব্রুয়ারী ২০২৩ (১০-১৩ ই ফাল্গুন , ১৪২৯)

আলু :

গাছের কাণ্ড ও পাতার রং ৫০% -৭০% হলদে হলে ফসল তুলুন। আলু মাঠ থেকে তোলার পর ছায়া যুক্ত জায়গায় ১০ দিন স্তূপাকারে রাখুন। স্তুপের উচ্চতা ১.০ -১.৫ মিটার ও চওড়া ৩-৫ মিটার রাখতে হবে।

আলুর বীজ রাখার জন্য আলু তোলার অন্তত ১৫ দিন আগে মাটির উপরের সবুজ অংশ কেটে দিন (কুফরী চন্দ্রমুখীর ক্ষেত্রে ৭০ দিনে ও কুফরী জ্যোতির ক্ষেত্রে ৮৫ দিনে কাণ্ডের গোড়া কাটুন) এবং ম্যানকোজেব ২.৫ গ্রাম অথবা ব্লাইটক্স ৪ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে কাটা অংশে স্প্রে করুন।

বোরো ধান :

সেচের জল কবে পর্যন্ত পাওয়া যাবে তা জেনে বোরোর চাষ ঠিক করুন।

চারা তোলার ৭-১০ দিন আগে কার্বফিউরান ৩জি ৫ কেজি অথবা ফোরেট -১০জি ১.৫ কেজি পরিমানে ২৫ শতক বীজতলায় প্রয়োগ করুন ও ছিপছিপে জল বজায় রাখুন।

স্বল্প মেয়াদী জাতের উপর জোর দিন। **শ্রী পদ্ধতিতে** চাষ করুন, এতে কম জল লাগবে। মুল জমিতে রোপনের জন্য হেক্টর প্রতি জৈব সার ৫ টন, ৩২.৫ কেজি নাইট্রোজেন ,৬৫ কেজি ফসফেট ও ৪৮.৭৫ কেজি পটাশ জমিতে প্রয়োগ করুন । এছাড়া মাটি পরীক্ষ অনুযায়ী জমি তৈরীর সময় হেক্টর প্রতি ২০ কেজি সালফার ও ২৫ কেজি জিংক সালফেট ও ১০ কেজি বোরাক্স মাটিতে প্রয়োগ করুন।রোপনের দূরত্ব: ২০ সেমি X ১৫ সেমি । চারার বয়স : ৪ - ৫ টি পাতা অথবা ৩৫ - ৪৫ দিনের চারা । প্রতি গুছিতে ৩-৪ টি চারা ২-৩ সেমি গভীরতায় রোপন করুন।

শ্রী পদ্ধতিতে ১৫-১৮ দিন বয়সের ২ টি পাতা যুক্ত চারা ১০ইঞ্চি X ১০ইঞ্চি দূরত্বে ১ টি করে রোপন করুন। হেক্টর প্রতি জৈব সার ১০টন এবং ১০০কেজি নাইট্রোজেন, ৫০ কেজি ফসফেট ও ৫০ কেজি পটাশ-এর মধ্যে ১/৪ ভাগ নাইট্রোজেন,সব ফসফেট ও ৩/৪ ভাগ পটাশ মূল সার হিসাবে প্রয়োগ করুন।

হাইব্রিড ধানের ক্ষেত্রে ৩৫-৪২দিন বয়সের ৪-৫টি পাতা যুক্ত চারা ৬ ইঞ্চি X ৬ ইঞ্চি দূরত্বে ১ টি করে রোপন করুন।হেক্টর প্রতি জৈব সার ১০টন এবং ১৪০কেজি নাইট্রোজেন, ৭০ কেজি ফসফেট ও ৭০ কেজি পটাশ-এর মধ্যে ১/৩ ভাগ নাইট্রোজেন,সব ফসফেট ও ৩/৪ ভাগ পটাশ মূল সার হিসাবে প্রয়োগ করুন।

তৈল বীজ:

তিল : তিল চাষের জন্য বীজ সংগ্রহ করুন।উন্নত জাত, তিলোত্তমা (বি-৬৭), রমা, কৃষ্ণা ইত্যাদি ।

বীজের হার : প্রতি হেক্টরে, ছিটিয়ে বুনলে ৬-৭ কেজি ও সারিতে বুনলে ৫-৬ কেজি।**বীজ শোধন** : থাইরাম (৭৫%) বা ম্যানকোজেব (৭৫%) ৩ গ্রাম বা কার্বেন্ডাজিম (৫০%) ২ গ্রাম প্রতি কেজি বীজের সাথে একটি মুখবন্ধ পাত্রে ১০ -১৫ মিনিট মিশিয়ে নিন।**বীজ বোনা:** বীজ হালকা বলে খানিকটা মাটি মিশিয়ে নিন। বীজ যেন ৩-৪ সেমির বেশী গড়িয়ে না যায়।**সার প্রয়োগ:** আলু বা সব্জী চাষের পর মাটিতে যথেষ্ট সার থাকায় কোনো সারের প্রয়োজন নেই।অন্য জমিতে জমি তৈরীর সময় হেক্টর প্রতি জৈবসার ৫ টন,অ্যাজোফস ১৫ কেজি প্রয়োগ করুন এবং রাসয়নিক সার অসেচ এলাকায় হেক্টর প্রতি ৩০ কেজি হারে নাইট্রোজেন,ফসফেট ও পটাশ মাটিতে মিশিয়ে দিন। সেচ এলাকায়, তিলোত্তমা জাতের জন্য ৩০ কেজি নাইট্রোজেন,৩০ কেজি ফসফেট,১৫কেজি পটাশ এবং রমা জাতের জন্য ৪০ কেজি নাইট্রোজেন,৪০ কেজি ফসফেট,২০কেজি পটাশ প্রয়োগ করুন।

সূর্যমূখী :

বীজ বোনার ৪ সপ্তাহ ও ৮ সপ্তাহ পর বোরাক্স ২ গ্রাম ও অ্যামোনিয়াম মলিবডেট ০.৫ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করুন এবং ৪০-৪৫ দিন পর চাপান সার হিসাবে ৪০ কেজি নাইট্রোজেন ও ৫০ কেজি পটাশ জমিতে মিশিয়ে দিন।

গম

রোগ পোকা আক্রমনের দিকে লক্ষ্য রাখুন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন। **ভুষো রোগে** শীষের ফুল ও দানার স্থানে কালো ভুষোর মত এই রোগের স্পোর দেখা দিলে ভিজে কাপড়ে ঢেকে শীষগুলি সাবধানে কেটে পুড়িয়ে ফেলুন। গমের **বাদামী মরচে** রোগে পাতার উপর কমলা রঙের উঁচু উঁচু দাগে মরচের গুড়ো দেখা যায়। এই জন্য জিংক বা ম্যাঙ্গানিজ ডাই থায়োকার্বামেট (০.২%) স্প্রে করুন।

আখ:

রোগ পোকা যেমন, লাল ডোরা ধ্বসা, ছিপটি ধ্বসা, ঢলে পড়া রোগ এবং ডগা ছিদ্রকারী পোকা, মাজরা পোকা, শোষক পোকার আক্রমনের প্রতি লক্ষ্য রাখুন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন। দ্বিতীয় চাপান সার হিসাবে আখ বসানোর ৯০ দিন পর ৬৬ কেজি নাইট্রোজেন ও ৫০ কেজি পটাশ মাটিতে মিশিয়ে দিন ও গাছের গোড়ায় মাটি দিয়ে ভেলী বেঁধে দিন এবং সেচ দিন।

বিস্তারিত জানতে আপনার ব্লকের স্থানীয় কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক বা সহ-কৃষি অধিকর্তার কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন ।

কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর
পক্ষে

সৌমেন্দ্রনাথ দাস

যুগ্ম-কৃষিঅধিকর্তা(জনসংযোগ, সম্প্রচার ও তথ্য),
পশ্চিমবঙ্গ